সংবাদ সম্মেলন

জীবাশ্ম জ্বালানি নয়–ঋণও নয়:
কৃষি ও খাদ্যব্যবস্থার ন্যায্য রূপান্তরে শর্তহীন অর্থায়ন নিশ্চিত কর

১৫ নভেম্বর ২০২৬ | ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি

সম্মানিত সাংবাদিকবৃন্দ,

শুভেচ্ছা জানবেন।

তুরস্কের আন্তালিয়ায় ৯ নভেম্বর থেকে জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলন কপ-৩১ শুরু হয়েছে, চলবে ২০ নভেম্বর পর্যন্ত। প্রথম সপ্তাহে বিশ্বনেতাদের অধিবেশন শেষ হয়েছে, এখন চলছে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের দর-কষাকষি। এই সময়ে জলবায়ু দরকষাকষিতে ন্যায্য রূপান্তরের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের কৃষি এবং কৃষক ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার সুরক্ষা এবং উন্নত দেশের কাছ থেকে ন্যায্য অর্থায়নের দাবিতে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ৩০টি নাগরিক সংগঠন 'আইল থেকে আন্তালিয়া: ন্যায্য রূপান্তরে কৃষকের অধিকার' শিরোনামে একটি প্রচারাভিযান করছি। আজ প্রচারাভিযানের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তা নেটওয়ার্ক (খানি বাংলাদেশ), বাংলাদেশ ওয়ার্কিং গ্রুপ অন ইকোলজি এন্ড ডেভেলপমেন্ট, রিগ্লোবাল, সেফটি অ্যান্ড রাইটস সোসাইটি, উপকূলীয় জীবনযাত্রা ও পরিবেশগত কর্মজোট (ক্লিন), পার্টিসিপেটরি রিসার্চ এন্ড অ্যাকশান নেটওয়ার্ক (প্রান) আজ এই সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করছি। আমরা আন্তালিয়াতে চলমান কপ-৩১ এর ৯ থেকে ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত সম্মেলনের প্রথম সপ্তাহের অগ্রগতি পর্যালোচনা সাপেক্ষে আজকের এই সংবাদ সম্মেলনের মধ্যদিয়ে কপ-৩১ নেতৃবৃন্দ ও বাংলাদেশ সরকারের কাছে সুনির্দিষ্ট দাবি তুলে ধরছি-

মূল পর্যবেক্ষণ

১. সম্মেলনের প্রথম সপ্তাহে আলোচনা দেখা যাচ্ছে, সম্মেলনে জলবায়ু অর্থের প্রতিশ্রুতি ৭১ শতাংশ কমেছে। কার্বন ব্রিফের ১১ নভেম্বরের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, উন্নত দেশগুলোর নতুন সরকারি জলবায়ু অর্থের প্রতিশ্রুতি বছরে প্রায় ৪০ বিলিয়ন ডলার থেকে নেমে ১১ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে (কার্বন ব্রিফ, ১১ নভেম্বর)।

২. অভিযোজন অর্থ তিন গুণের প্রস্তাব এবারের আলোচ্যসূচিতেই ওঠেনি। ৯ নভেম্বর উদ্বোধনী অধিবেশনে আফ্রিকান গ্রুপের এই প্রস্তাব ঐকমত্যের অভাবে অভিযোজন অর্থ তিন গুণ করা বাদ পড়ে (ডাউন টু আর্থ ও ডেইলি ম্যাভেরিক, ১০ নভেম্বর)।

৩. ০৯ নভেম্বর খাদ্য-কৃষি ও স্বাস্থ্য দিবসের আলোচনায় খাদ্য ও কৃষির জন্য কোনো লক্ষ্য বা অর্থ আসেনি। অথচ সভাপতিত্ব বিদ্যুতায়ন ও বর্জ্য খাতে সংখ্যাভিত্তিক লক্ষ্য দিয়েছে (জাতিসংঘ নিউজ ও আল জাজিরা, ৯ নভেম্বর)।

৪. '৩৫ বাই ৩৫' বিদ্যুতায়ন লক্ষ্যে নবায়নযোগ্য উৎসের শর্ত নেই (ক্লাইমেট হোম নিউজ, ২২ সেপ্টেম্বর)। বাংলাদেশের মতো গ্যাসনির্ভর দেশে এটি এলএনজি আমদানি ও সার উৎপাদনের ওপর চাপ বাড়াতে পারে।

৫. বাংলাদেশের জন্য ৩ কোটি (৩০ মিলিয়ন) ডলারের অনুদান ঘোষণা (বিডিনিউজ২৪, ১৩ নভেম্বর)। এটি দেশের বার্ষিক জলবায়ু-ক্ষতির মাত্র ০ দশমিক ২ শতাংশ।

১. জলবায়ু অর্থ: দায় আছে, অর্থ নেই

এবারের উদ্বোধনী অধিবেশনে একটি ইতিবাচক সিদ্ধান্ত হয়েছে। প্যারিস চুক্তির ৯.১ অনুচ্ছেদ, অর্থাৎ উন্নয়নশীল দেশকে অর্থ দেওয়ার ক্ষেত্রে উন্নত দেশের দায় নিয়ে আলাদা 'জলবায়ু অর্থায়ন কর্মসূচি' আলোচ্যসূচিতে এসেছে। এটি উন্নয়নশীল দেশগুলোর দীর্ঘদিনের দাবি ছিল। তবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন চায়, কর্মসূচিটি দুই বছরের মধ্যে শেষ হোক। তবে, একই অধিবেশনে অভিযোজন অর্থ তিন গুণ এবং জলবায়ু-সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য বাধা নিয়ে আফ্রিকান গ্রুপের প্রস্তাবিত আলাদা আলোচ্যসূচি বাদ পড়ে (ডাউন টু আর্থ, ১০ নভেম্বর)।

অর্থের প্রতিশ্রুতিতেও বড় পতন দেখা যাচ্ছে। কার্বন ব্রিফের বিশ্লেষণ বলছে, মাত্র পাঁচটি দেশ নতুন বহুবর্ষী প্রতিশ্রুতি দিয়েছে: যুক্তরাজ্য, কানাডা, নেদারল্যান্ডস, সুইজারল্যান্ড ও বেলজিয়াম। আলোচনার নেতৃত্বে থাকা অস্ট্রেলিয়া নতুন কোনো প্রতিশ্রুতি দেয়নি (কার্বন ব্রিফ, ১১ নভেম্বর)। ১২ নভেম্বর ক্লাইমেট হোম নিউজ জানায়, যুক্তরাজ্য সবুজ জলবায়ু তহবিলে (জিসিএফ) তার চলতি অবদান অর্ধেকে নামিয়েছে। একই সময়ে প্রথম ছোট দ্বীপরাষ্ট্র ও স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে সলোমন দ্বীপপুঞ্জ এই তহবিলে ৪ লাখ ডলার দিয়েছে (ক্লাইমেট হোম নিউজ, ১২ নভেম্বর)। নেপালের বন্যায় প্রয়োজন প্রায় ৪৭০ কোটি ডলার, অথচ ক্ষয়ক্ষতি তহবিল বরাদ্দ রেখেছে ২ কোটি ডলার (ইমপ্যাক্টআলফা, ১১ নভেম্বর)।

ইউএনইপির হিসাবে ২০৩৫ সাল নাগাদ উন্নয়নশীল দেশের অভিযোজনে বছরে প্রায় ৩০৫ বিলিয়ন ডলার লাগবে। ২০২৪ সালে আন্তর্জাতিক সরকারি অভিযোজন অর্থ এসেছে ২৮ দশমিক ২ থেকে ৩১ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলার (ইউএনইপি অভিযোজন ঘাটতি প্রতিবেদন)। এর বড় অংশ আবার ঋণ। উন্নয়নশীল দেশের জলবায়ু অর্থের ৬৫ শতাংশ আসছে ঋণ হিসেবে; প্রতি ৫ ডলার পেয়ে ফেরত দিতে হয় প্রায় ৭ ডলার (অক্সফাম ও কেয়ার, অক্টোবর ২০২৫)। জাতিসংঘের জলবায়ু বিষয়ক নির্বাহী সচিব সাইমন স্টিল ১৩ নভেম্বর বলেছেন, বিদ্যমান প্রতিশ্রুতির পূর্ণ বাস্তবায়নই জলবায়ু পরিকল্পনাকে বাস্তব ফলে রূপ দেওয়ার চাবিকাঠি (ট্রিবিউন ইন্ডিয়া/এএনআই, ১৩ নভেম্বর)। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বা ‘কভার ডিসিশন’ নিয়েও অনিশ্চয়তা আছে। রাশিয়া, সৌদি আরব ও সমমনা উন্নয়নশীল দেশগুলো এর প্রক্রিয়া ও প্রয়োজন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে (ক্লাইমেট হোম নিউজ, ১২ নভেম্বর)।

বিশ্বের জলবায়ু অর্থের মাত্র ১ দশমিক ৭ শতাংশ পৌঁছায় উন্নয়নশীল দেশের ক্ষুদ্র কৃষকের কাছে (আইএফএড ও ক্লাইমেট পলিসি ইনিশিয়েটিভ)। ক্ষয়ক্ষতি তহবিলে প্রথম আবেদন আহ্বানেই ১১৯টি দেশ ২৮০ কোটি ডলার চেয়েছে (দ্য ডেইলি স্টার, ১২ নভেম্বর)। ১০ নভেম্বর তহবিল নিয়ে আলোচনায় ছোট দ্বীপরাষ্ট্রের জোট, আফ্রিকান গ্রুপ ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলোর জোট এআইএলএসি অর্থ-ঘাটতি ও দ্রুত অর্থছাড়ের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে। অন্যদিকে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য ও কানাডা তহবিলের দীর্ঘমেয়াদি কাঠামো চূড়ান্ত হওয়ার আগে বিস্তারিত নির্দেশনা দেওয়ার বিষয়ে সতর্ক অবস্থান নেয় ।

২. খাদ্য ও কৃষি: খাদ্য দিবসে প্রাপ্তি নেই

জলবায়ু সনদের ২ অনুচ্ছেদ ও প্যারিস চুক্তির ২.১(খ) অনুচ্ছেদে 'জলবায়ু পদক্ষেপ যেন খাদ্য উৎপাদনকে হুমকিতে না ফেলার' বিষয়টি স্পষ্ট উল্লেখ থাকলেও এবারের কপে ৯ নভেম্বরের ‘খাদ্য, কৃষি ও স্বাস্থ্য’ দিবসের ফল হতাশাজনক। সেদিন স্বাস্থ্যখাতে ‘আন্তালিয়া উদ্যোগ’ ঘোষণা হলেও খাদ্য ও কৃষির জন্য কোনো সিদ্ধান্ত, অর্থ বা সংখ্যাভিত্তিক লক্ষ্য আসেনি। কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে জাতিসংঘের একমাত্র আনুষ্ঠানিক আলোচনা ‘শার্ম আল-শেখ যৌথ কার্যক্রম’-এর মেয়াদ এই বছরই শেষ হচ্ছে। এর পরে কী হবে, সে বিষয়ে এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি (জাতিসংঘ নিউজ, ৯ নভেম্বর)। এবারের আলোচনায় কপ প্রেসিডেন্সির একমাত্র কৃষি লক্ষ্য হলো ২০৩৫ সালের মধ্যে তরুণ কৃষকদের জলবায়ু-সহনশীল চাষের প্রশিক্ষণ দেওয়া। এতে অর্থের কোনো অঙ্গীকার নেই (গ্লোবাল এগ্রিকালচার, ৬ নভেম্বর)। অথচ বাংলাদেশের কৃষকের সমস্যা শুধু জ্ঞানের নয়; জমি, সেচের পানি, ঋণ, বিমা ও ন্যায্য দামেরও।

দুঃখজনক ব্যাপার হলো, যেদিন খাদ্য দিবস পালিত হয়েছে, সেদিনই অভিযোজন অর্থ তিন গুণের প্রস্তাব আলোচ্যসূচি থেকে বাদ পড়েছে। কৃষকের জন্য সবচেয়ে জরুরি হলো অভিযোজন খাত; কিন্তু সেখানেই শূন্য। গত বছর বেলেম কপ-৩০ এ 'শার্ম আল-শেখ যৌথ কার্যক্রমের খসড়া'য় কৃষিপ্রতিবেশের সঙ্গে ‘জলবায়ু-স্মার্ট’ কৃষি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও কার্বন বাজারকে একসঙ্গে সমাধান হিসেবে দেখিয়ে খসড়া তৈরি করা হয়েছিল; নাগরিক সমাজের জোটগুলো তখন তা প্রত্যাখ্যান করে (ডিমান্ড ক্লাইমেট জাস্টিস, ১২ নভেম্বর ২০২৫)। এ নিয়ে আমরা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছি। বিগত খসড়ার এই ঝুঁকি এখনো আন্তালিয়ায় রয়ে গেছে।

৩. ‘৩৫ বাই ৩৫’: কৃষি বড় তিনটি ঝুঁকি

কপ সভাপতিত্বের স্বেচ্ছামূলক লক্ষ্য অনুযায়ী, ২০৩৫ সালের মধ্যে চূড়ান্ত জ্বালানি ব্যবহারে বিদ্যুতের অংশ বর্তমানের প্রায় ২০ থেকে ২৩ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৩৫ শতাংশ করা হবে (আল জাজিরা, ৯ নভেম্বর)। আমরা বিদ্যুতায়নের বিরোধী নই। তবে কৃষি এবং বাংলাদেশের মতো ঝুঁকিপূর্ণ দেশের দিক থেকে এতে তিনটি বড় ঝুঁকি আছে।

প্রথমত: ৩৫% বৃদ্ধির জন্য উৎসের শর্ত নির্ধারণ এবং প্রকাশ করা হয়নি। বাড়তি বিদ্যুৎ নবায়নযোগ্য উৎস থেকে আসতে হবে, এমন কোনো বাধ্যবাধকতা এই লক্ষ্যটিতে নেই। ফলে, বর্তমানে বিদ্যুতের প্রধান উৎস হিসেবে ফসিল ফুয়েলের যে

প্রাধান্য তা থেকে যাবে এবং এটি ফসিল ফুয়েলের সময়কে আরো বৃদ্ধি করার কৌশল হিসেবে কাজ করবে। বিয়ন্ড ফসিল ফুয়েলস একে গ্যাসের জন্য 'ট্রয়ের ঘোড়া' বলেছে (ক্লাইমেট হোম নিউজ, ২২ সেপ্টেম্বর)।

দ্বিতীয়ত আমাদের দেশে গ্যাস ও সারের ওপর চাপ বাড়বে। বাংলাদেশের বিদ্যুতের বড় অংশ গ্যাসনির্ভর, আর গ্যাস সরবরাহের ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশ আসে আমদানি করা এলএনজি থেকে (দ্য ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস)। বিদ্যুৎকেন্দ্র ও সার কারখানা একই গ্যাসের ওপর নির্ভরশীল। গ্যাস-সংকটে রাষ্ট্রায়ত্ত সাতটি সার কারখানার পাঁচটি বন্ধ (খানি-প্রান অবস্থানপত্র)। নবায়নযোগ্য শর্ত ছাড়া সেচ ও হিমাগারের বিদ্যুতায়ন তাই সার উৎপাদন ও খাদ্য নিরাপত্তার ঝুঁকি বাড়াবে। সেই সাথে ডলার সংকট তৈরি হওয়া এবং জ্বালানি নিরাপত্তাহীনতার বিষয়গুলো বৃদ্ধি পাবে।

তৃতীয়ত, এই লক্ষ্য পূরণেও অর্থের কোনো অঙ্গীকার নেই। আন্তর্জাতিক জ্বালানি সংস্থার (আইইএ) হিসাবে ৩৫ শতাংশের এই লক্ষ্য পূরণ করতে হলে এই খাতে বার্ষিক বিনিয়োগ প্রায় ৩২০ বিলিয়ন থেকে বাড়িয়ে প্রায় ১ ট্রিলিয়ন ডলারে নিতে হবে (ডাউন টু আর্থ) । কিন্তু, অর্থায়ন কীভাবে হবে সেবিষয়ে কোনো নির্দেশনা নেই, কপ সভাপতি শুধু সহায়তা পেতে সাহায্য করার কথা বলেছেন (সায়েন্সআফ্রিকা)।

৪. বাংলাদেশ: দাবি জোরালো, প্রাপ্তি সামান্য

১২ নভেম্বর উচ্চপর্যায়ের অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেন, "জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ দেশের দরকার অনুদান, ঋণ বাড়ায় এমন আরও ধার নয়"। তিনি পাঁচটি পদক্ষেপের প্রস্তাব দেন: আন্তর্জাতিক জলবায়ু অর্থের অন্তত ৫০ শতাংশ অভিযোজনে বরাদ্দ; ঋণ-জলবায়ু বিনিময়সহ ঋণ সহায়তা; জলবায়ুবান্ধব প্রযুক্তিতে ন্যায্য প্রবেশাধিকার; সাশ্রয়ী অর্থে নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে রূপান্তর; এবং ন্যায্য রূপান্তরের 'বেলেম-আন্তালিয়া ব্যবস্থা' গ্রহণ (বাসস; টিবিএস ও দ্য ডেইলি স্টার, ১২ নভেম্বর)।

৫. ৩ কোটি ডলারের অনুদান: কী এবং কতটুকু

১২ নভেম্বর আন্তালিয়ায় পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিমন্ত্রী শেখ ফরিদুল ইসলাম জানিয়েছেন, বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিল থেকে ৩ কোটি ডলার অনুদান পাবে। এই অনুদানের অর্থ সবুজ জলবায়ু তহবিল (জিসিএফ) থেকে আসবে (বিডিনিউজ২৪, ১৩ নভেম্বর)। এই অর্থ ব্যয় হবে উপকূলের মানুষের দুর্যোগঝুঁকি কমানো ও জীবিকা উন্নয়নে (বিডিনিউজ২৪, ১৩ নভেম্বর)।

এই অনুদানটি স্বাগত জানানোর মতো, কারণ এটি ঋণ নয়। তবে এর আকার সংকটের তুলনায় খুবই ছোট। ৫ নভেম্বর পরিবেশমন্ত্রী আবদুল আউয়াল মিন্টু বলেছিলেন, জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশের বছরে ক্ষতি ১ হাজার ৫২০ কোটি ডলার (বিডিনিউজ২৪, ৫ নভেম্বর)। সেই হিসাবে ৩ কোটি ডলার বাংলাদেশের বার্ষিক জলবায়ু-ক্ষতির মাত্র ০ দশমিক ২ শতাংশ। আমাদের এনডিসি ৩.০ বাস্তবায়নে বিদেশি সহায়তার চাহিদা ৯০ দশমিক ২৩ বিলিয়ন ডলারের তুলনায় এটি ০ দশমিক ০৩ শতাংশ (বাংলাদেশ এনডিসি ৩.০)। আমাদের সরকার নিজেই বছরে প্রায় ৪২০ কোটি ডলার জলবায়ু-সংশ্লিষ্ট খাতে ব্যয় করছে, আর অভিযোজন ব্যয়ের প্রায় ৮৮ শতাংশ আসে জাতীয় বাজেট থেকে (বিডিনিউজ২৪, ৯ ও ১৩ নভেম্বর)।

৬. কপ-৩১ নেতৃবৃন্দের কাছে আমাদের দাবি

আমাদের দাবি দয়া চাওয়া নয়, নতুন কোনো প্রতিশ্রুতিও নয়; প্যারিস চুক্তি থেকে বেলেম পর্যন্ত দেওয়া প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন করতে হবে এবং ঐতিহাসিক দায় শোধ করতে হবে। এবারের কপ-৩১ এ ২০ নভেম্বরের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে আমরা আপনাদের মাধ্যমে নিচের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানাচ্ছি।

১. ঋণ নয়, জলবায়ু ক্ষতিপূরণ: উন্নত দেশগুলোকে বহুবর্ষী ও অনুদানভিত্তিক নতুন অর্থের প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। বছরে ৩০০ বিলিয়ন ডলারের লক্ষ্যকে সর্বনিম্ন সীমা ধরে এর কত অংশ অনুদান আর কত অংশ ঋণ, তা প্রকাশ করতে হবে। অভিযোজন অর্থ তিন গুণ করার ভিত্তিবছর, বছরভিত্তিক লক্ষ্য এবং অনুদান ও ঋণের অনুপাত চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে স্পষ্ট করতে হবে। স্বল্পোন্নত দেশের অভিযোজন অর্থ পুরোপুরি অনুদান হতে হবে। প্যারিস চুক্তির ৯.১ অনুচ্ছেদ বাস্তবায়নকে দুই বছরের কর্মসূচি নয়, স্থায়ী আলোচ্যসূচি করতে হবে।

২. খাদ্য ও কৃষির জন্য স্থায়ী কর্মসূচি ও লক্ষ্য: শার্ম আল-শেখ যৌথ কার্যক্রমের জায়গায় অন্তত পাঁচ বছরের অর্থায়নসহ কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। এতে আলাদা বাজেট, সময়সীমা ও পরিমাপযোগ্য ফল থাকবে এবং সবুজ জলবায়ু তহবিল ও অভিযোজন তহবিলের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক অর্থায়ন-সংযোগ থাকবে। এতে কৃষিপ্রতিবেশের স্বীকৃতি এবং

কৃষক ও জেলে সংগঠনের আনুষ্ঠানিক অংশগ্রহণ থাকতে হবে। বিদ্যুতায়নের মতো খাদ্য ও কৃষির জন্যও সংখ্যাভিত্তিক লক্ষ্য দিতে হবে। কার্বন বাজারকে কৃষি অর্থায়নের শর্ত করা যাবে না। কার্বন ক্রেডিটের জন্য কৃষকের জমি, পানি ও বন কারও নিয়ন্ত্রণে দেওয়া চলবে না।

৩. নবায়নযোগ্য উৎসভিত্তিক বিদ্যুতায়ন: '৩৫ বাই ৩৫' লক্ষ্যকে অন্তত ৭৫ শতাংশ নবায়নযোগ্য বিদ্যুতের লক্ষ্য এবং উন্নত দেশের নেতৃত্বে জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে সরে আসার সময়বাঁধা পথনকশার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। এই লক্ষ্যমাত্রার সাথেও কৃষি ও খাদ্যশৃঙ্খলের জন্য আলাদা উপ-লক্ষ্য রাখতে হবে এবং স্বল্পোন্নত দেশকে অনুদান দিতে হবে। সমবায়ের সৌরসেচ, সৌর হিমাগার ও বরফকল এই উপ-লক্ষ্যে গণনা করতে হবে। (কপ-২৮-এর বৈশ্বিক মূল্যায়ন, অনুচ্ছেদ ২৮; গ্রিনপিস, অক্টোবর ২০২৬)

৪. অধিকারভিত্তিক ন্যায্য রূপান্তর ব্যবস্থা: ন্যায্য রূপান্তর ব্যবস্থাকে মানবাধিকারের ম্যান্ডেট, নিজস্ব অনুদান-জানালা ও সময়সীমাসহ কার্যকর করতে হবে। এতে কৃষক, নারী কৃষক, বর্গাচাষি, কৃষিশ্রমিক, জেলে ও আদিবাসীদের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। রূপান্তরের নামে জীবিকা হারানো, আয়ের অনিশ্চয়তা, আশ্রয় এবং পুষ্টি নিরাপত্তাহীনতার ঝুঁকিতে ফেলা যাবে না। তীব্র গরমে কৃষিশ্রমিকের কর্মঘণ্টা কমানো, পূর্ণ মজুরি, ছায়া, পানি ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে হবে। জলবায়ু প্রকল্পে স্বাধীন, পূর্বাবহিত ও অবগত সম্মতি বাধ্যতামূলক করতে হবে। (জাতিসংঘের কৃষক অধিকার ঘোষণা, ২০১৮)

৫. ক্ষয়ক্ষতি তহবিলের পর্যাপ্ত অর্থায়ন: ক্ষয়ক্ষতি তহবিলে (লস এন্ড ড্যামেজ ফান্ড) উন্নত দেশগুলোর প্রতিশ্রুত অর্থ দ্রুত জমা দিতে হবে এবং বিষয়টি আলাদা আলোচ্যসূচিতে রাখতে হবে। কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের ক্ষতির জন্য পৃথক ও সহজ আবেদন-ব্যবস্থা চাই। লবণাক্ততা, নদীভাঙন ও বাস্তুচ্যুতির মতো ধীরগতির ক্ষতি এবং অর্থনৈতিক নয় এমন ক্ষতিকেও এর আওতায় আনতে হবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক ও জেলের কাছে সরাসরি সহায়তা পৌঁছাতে হবে।

৬. ঋণ বাতিল ও দূষণকারীর ওপর কর: জলবায়ু-দুর্যোগে বিপর্যস্ত দেশের অন্যায্য বিদেশি ঋণ বাতিল করতে হবে; ঋণ-জলবায়ু বিনিময় এর বিকল্প নয়। জীবাশ্ম জ্বালানি কোম্পানির অতিমুনাফা ও ধনকুবেরের সম্পদের ওপর কর বসিয়ে নতুন জলবায়ু অর্থ জোগাতে হবে।

৭. কৃষিপ্রতিবেশ ও খাদ্য সার্বভৌমত্ব: ভুল সমাধান নয়: কৃষিপ্রতিবেশকে জলবায়ু সমাধান হিসেবে স্পষ্ট স্বীকৃতি দিতে হবে। কার্বন বাজার, মাটির কার্বন অফসেট ও করপোরেট 'জলবায়ু-স্মার্ট' কৃষিকে সরকারি অর্থের বিকল্প করা যাবে না।

৮. খাদ্য-কৃষি সূচকে মানুষের জীবন: বেলেমে গৃহীত অভিযোজন সূচকের খাদ্য-কৃষি অংশে শুধু উৎপাদনের টন মাপলে চলবে না। মাপতে হবে খাদ্যের প্রাপ্যতা, পুষ্টি, পানি ও মাটির স্বাস্থ্য এবং কৃষক ও জেলের আয়। নারী, বর্গাচাষি, ভূমিহীন ও জেলেদের তথ্য আলাদা রাখতে হবে, আর তথ্য সংগ্রহে উন্নয়নশীল দেশকে অনুদান দিতে হবে।

৭. বাংলাদেশ সরকারের কাছে প্রস্তাবনা

১. প্রতিনিধিদলের অবস্থান। সম্মেলনের বাকি দিনগুলোতে স্বল্পোন্নত দেশের জোট, জি-৭৭ ও চীন এবং জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশের ফোরামের সঙ্গে থেকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে অভিযোজন অর্থ ও কৃষি কর্মসূচি নিশ্চিত করার চেষ্টা করতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর '৫০ শতাংশ অভিযোজন' প্রস্তাবকে আলোচনায় লিখিত প্রস্তাব আকারে তুলতে হবে। ঋণ-জলবায়ু বিনিময়ের বদলে ঋণ বাতিলের দাবিতে অন্য ঝুঁকিপূর্ণ দেশের সঙ্গে একজোট হতে হবে।

২. জিসিএফ থেকে প্রাপ্ত ৩ কোটি ডলারের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। এর বাস্তবায়নকারী সংস্থা, প্রকল্প এলাকা, উপকারভোগীর সংখ্যা ও সময়সূচি প্রকাশ করতে হবে। পরিকল্পনা ও তদারকিতে স্থানীয় কৃষক, জেলে ও নারী সংগঠনকে যুক্ত করতে হবে।

৩. কৃষির অগ্রাধিকার নিশ্চিত করতে হবে। এনডিসি ৩.০-এর কৃষি লক্ষ্য, অর্থাৎ সৌরসেচ পাম্প, বোরো জমিতে পর্যায়ক্রমে ভেজানো ও শুকানো সেচ এবং যন্ত্রের মাধ্যমে ইউরিয়া প্রয়োগের জন্য ২০২৬–২০৩৫ মেয়াদের খরচসহ বিনিয়োগ ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রকাশ করতে হবে। সমবায়ভিত্তিক সৌরসেচ, সৌর হিমাগার ও সৌর বরফকলকে বিদ্যুতায়ন পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার দিতে হবে। গ্যাস বরাদ্দে সার উৎপাদনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং আবাদি জমিতে বড় সৌর পার্ক না করার নীতি নিতে হবে।

৪. প্রান্তিক কৃষকের সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। ফসলহানির কারণে নেওয়া কৃষিঋণ মওকুফ ও সুদমুক্ত ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে। শস্যবিমা ও দুর্যোগ-সংবেদনশীল

সামাজিক সুরক্ষায় বর্গাচাষি, নারী কৃষক ও জেলেদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কৃষক তালিকা ও কৃষক কার্ডে বর্গাচাষি, ভূমিহীন কৃষিশ্রমিক ও জেলেদের অন্তর্ভুক্ত করে ভর্তুকি, সম্প্রসারণসেবা, ঋণ, বিমা ও বাজারে সরাসরি প্রবেশাধিকার দিতে হবে। জাতীয় কার্বন বাজার কাঠামোয় কৃষক, আদিবাসী ও বনজীবীদের জমি, বন ও পানির অধিকার এবং পূর্বাবহিত সম্মতির বিধান রাখতে হবে।

৫. ন্যায্য রূপান্তরে কৃষকের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্পে আবাদি জমি, জলাভূমি ও মৎস্যসম্পদ রক্ষায় পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে। জাতীয় ন্যায্য রূপান্তর নীতিতে কৃষি ও কৃষিশ্রমিকের জন্য পৃথক অধ্যায় রাখতে হবে, যেখানে শোভন কাজ, দক্ষতা উন্নয়ন ও সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থা থাকবে।

৬. নারী ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার সুরক্ষা করতে হবে। জমির মালিকানা না থাকলেও নারী কৃষক যেন ক্ষতিপূরণ ও অভিযোজন সহায়তা থেকে বাদ না পড়েন। পার্বত্য চট্টগ্রামসহ আদিবাসী এলাকায় জমি, বন ও পানির প্রথাগত অধিকার রক্ষা করতে হবে এবং জলবায়ু প্রকল্পে স্বাধীন, পূর্বাবহিত ও অবগত সম্মতি নিশ্চিত করতে হবে।

৭. জলবায়ু অর্থের উৎস, অনুদান-ঋণের অনুপাত, শর্ত ও মাঠপর্যায়ের ফল প্রতিবছর প্রকাশ এবং স্বাধীন নিরীক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। এনডিসি ৩.০, জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা ও কৃষি কর্মসূচির নকশা, বাস্তবায়ন ও তদারকিতে কৃষক, জেলে, নারী, তরুণ ও আদিবাসী প্রতিনিধিদের যুক্ত করতে হবে।

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ, বাংলাদেশের কৃষক জলবায়ু সংকট তৈরি করেননি, কিন্তু এর ভার সবচেয়ে বেশি বইছেন। আন্তালিয়ার প্রথম সপ্তাহ দেখিয়েছে, ধনী দেশগুলো প্রতিশ্রুতি থেকে পিছু হটছে আর স্বেচ্ছামূলক ঘোষণার আড়ালে বাধ্যতামূলক দায় এড়াচ্ছে। দ্বিতীয় সপ্তাহে বিশ্বনেতাদের প্রমাণ করতে হবে, তাঁরা কৃষকের পাশে আছেন। আপনাদের মাধ্যমে আমরা মাঠের এই কণ্ঠ আন্তালিয়া পর্যন্ত পৌঁছে দিতে চাই।
ধন্যবাদ।

জীবাশ্ম জ্বালানি নয়, ঋণও নয়; খাদ্য নিরাপত্তা ও কৃষিপ্রতিবেশ সুরক্ষায় শর্তহীন অর্থায়ন নিশ্চিত কর

যোগাযোগ:
পার্টিসিপেটরি রিসার্চ অ্যান্ড অ্যাকশন নেটওয়ার্ক (প্রান)
বাড়ি ১৮৭, সড়ক ১০, নতুন হাউজিং এস্টেট, মাইজদী, নোয়াখালী ·
ফোন: ০২ ৩৩ ৪৪ ৫৬৫ · contact@praan.org.bd · www.praan.org.bd